দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. 27 2002

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সমীপে

১৯৯৫ সালে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৫/০৮/১৯৯৫ তারিখের ১০/০১/ মাউআইসি ৬/৯৩/১৩৩২ নম্বর পত্রে ৬০ বছর উত্তীর্ণ ইংরেজী শিক্ষক অথবা যারা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন তাদের ইংরেজী শিক্ষক হিসাবে ৬৫ বছর পর্যন্ত পুনঃ নিয়োগ লাভ করার বিধান জারি করা হয়। অনুরূপ কোন শিক্ষক পুনঃ নিয়োগ প্রাপ্ত হলে ৬৫ বছর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বেতন ভাতা প্রাপ্য হবেন। উক্ত নির্দেশের আলোকে বহু শিক্ষক (প্রধান ও সহপ্রধানসহ) পুনঃ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সরকারী বেতন-ভাতা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু যাদের বয়স ২০০০/২০০১ সালে ৬০ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে তারা বিধি মোতাবেক পুনঃ নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বরাবর আবেদন দাখিল করেছেন। এদের মেধ্য কিছু ভাগ্যবান শিক্ষক সরকারী বেতন-ভাতা প্রাপ্তির অনুমতি পেয়েছেন। আবার তদবিরের অর্ভাবে অথবা বিরূপ তদবিরের ফলে কিছু শিক্ষক অনুমতিপ্রাপ্ত হননি। তাদের অনেককেই প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে শিক্ষা বোর্ড অফিস, হতে ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষক নিযুক্ত নিশ্চিতকরণ পত্র এনে দিতে হয়েছে। এতে অনেকের যথেষ্ট টাকা খরচ ও ভোগান্তি হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের অনুমতি পত্র মেলেনি। বিগত সরকারের শেষ দিকে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শোনা যাচ্ছিল যে, সম্মানিত সচিব মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশে মহাপরিচালক মহোদয় প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ফাইল আটকে রেখেছেন। এক যাত্রায় বিরূপ ফলের অধিকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অনেকে সরকারী বেতন-ভাতা উঠাচ্ছেন, কেউ কেউ বিল করে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যাংকেই জমা রাখছেন, আবার কেউ উঠাতে পারছেন না বা উঠাচ্ছেন না। এখন প্রশ্ন, যারা বেতন-ভাতা উঠাচ্ছেন তাদের কি টাকা ফেরত দিতে হবে? কে দিবেন? শিক্ষক-শিক্ষিকা মহোদয়গণতো অবসর নিচ্ছেন। চাপটা কি স্কুলের উপর পড়বে না? যারা উঠাচ্ছেন না তারা কি বঞ্চিতই থাকবেন? যদি তাই হয় তবে তার বঞ্চনার দায়িত্বটা কার এবং কাজ করিয়ে বেতন হতে বঞ্চিত রাখার পাপের ভাগীই বা কে হবেন? এমতাবস্থায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তার নিকট আকুল প্রার্থনা সাবেক সরকার আমলের মৌখিক নির্দেশ বাতিল করার নির্দেশ জারি করে অনুলিপি সকল বিদ্যালয়ে দিন যাতে আর কোন শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ভোগান্তি না বাড়ে এবং অফিসে ফাইলের বোঝা বৃদ্ধি না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রামের স্কুলে এখনো ইংরেজী শিক্ষক পাওয়া যায় না। তাই চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখাই সমীচীন।

-জনৈক শিক্ষক
টাঙ্গাইল।